

আল্লামহি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

— ৬৫তম সংখ্যা মে-জুন ২০২৪

www.ahlehadeethbd.org/protiva

আল্লাহ বলেন, কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহর
নিকটে পৌঁছে না। বরং তাঁর নিকট পৌঁছে
তোমাদের আল্লাহুতীতি (হজ্জ ২২/৩৭)।



'সোনামণি' কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত 'সোনামণি প্রতিভা'-এর প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	: মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াজিকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রুহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	: রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	: মুহাম্মাদ রাফিকুল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওয়ায়দুদুদাহ, দক্ষিণ হুয়খরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	: হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮; শরীফুল ইসলাম, পিরুজালা আলিমপাড়া, গাযীপুর : ০১৭২১-৯৭৭৭৮৫।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	: মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল স্ট্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	: সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	: শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৮৪২৫
জামালপুর	: ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েরুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	: নয়রুল ইসলাম, বেড়াওনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	: মিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	: মুহাম্মাদ মিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেঙ্গলবাড়ী, পীগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯৩৩
দিনাজপুর	: ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুকুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	: জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাভৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	: আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	: মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	: মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	: মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলাঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গ্যামেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	: মাযহারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	: মুহাম্মাদ ছাকির হোসেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাছী, দোগাছী, পাবনা সদর, পাবনা : ০১৭২৭-৮৬৪৩০১
বগুড়া	: হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
মেহেরপুর	: রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফুযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	: খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫৩৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	: আব্দুন নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকহেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাযীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	: আব্দুল্লাহ তুহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যাণ্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	: মাহফুযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
সাতক্ষীরা	: আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	: আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাযীপুর : ০১৭৩৮-৯২২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

সোনামণি প্রতীক

একটি সুজ্ঞানশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৬৫তম সংখ্যা

মে-জুন ২০২৪

- ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাফিব
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- ◆ সম্পাদক
রবীউল ইসলাম
- ◆ নির্বাহী সম্পাদক
নাজমুন নাঈম
- ◆ সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ /

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : // ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- ➔ সম্পাদকীয়
- ◆ নিয়মানুবর্তিতা ০২
- ➔ কুরআনের আলো ০৪
- ➔ হাদীছের আলো ০৫
- ➔ প্রবন্ধ
- ◆ সন্তান প্রতিপালনে করণীয় ০৬
- ◆ শিশুর নৈতিকতা বিকাশে করণীয় ১২
- ➔ হাদীছের গল্প
- ◆ ঈদ আনন্দ ১৭
- ➔ এসো দো'আ শিখি ১৮
- ➔ গল্পে জাগে প্রতিভা
- ◆ জীবনের গল্প ১৯
- ➔ কবিতাগুচ্ছ ২১
- ➔ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২২
- ➔ একটুখানি হাসি ২৩
- ➔ খাদ্যের পুষ্টিগুণ ২৪
- ➔ সাময়িক প্রসঙ্গ ২৬
- ➔ নীতিমালা ২৮
- ➔ সোনামণির কলম ৩২
- ➔ সংগঠন পরিক্রমা ৩৩
- ➔ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৫
- ➔ ভাষা শিক্ষা ৩৭
- ➔ বৈঠকের আদব ৩৯

নিয়মানুবর্তিতা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রকে নাগাল পাওয়া এবং রাত্রির পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। বরং প্রত্যেকটিই স্ব স্ব কক্ষপথে সন্তরণ করে' (ইয়াসীন ৩৬/৪০)।

স্নেহের সোনামণি! একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করে সৌর জগতের সবকিছুই গতিশীল। আকাশের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সবকিছুই সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে চলমান। দিনের পর রাত আসে, রাতের পর দিন আসে। আবার অন্ধকারের পর আলোর প্রকাশ ঘটে সুশৃঙ্খলভাবে। এগুলোতে একটু বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেই প্রকৃতিতে নেমে আসবে ধ্বংস।

সৌর জগতের ছোট্ট একটি গ্রহ পৃথিবীতে আমাদের বসবাস। আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যেই নিয়ম রয়েছে। কোন কিছুই নিয়ম বহির্ভূত নয়। দিন ও রাত্রির আগমন-নির্গমন ও হ্রাসবৃদ্ধি, চমৎকার ঋতু বৈচিত্র্য, উত্তর থেকে দক্ষিণে বায়ু প্রবাহ, সাগর ও নদীতে জোয়ার-ভাটা, বাতাসে বৃষ্টিভরা মেঘের সঞ্চয় ও বারি বর্ষণ এবং তার ফলে মৃত যমীনের পুনরুজ্জীবন লাভ, শস্য-শ্যামল ভূমি ও ফলমূলের উৎপাদন, পরিপক্বতা সবকিছুই এক অদৃশ্য মহাশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার বিধানের নিয়মিত অনুসরণ করে। এভাবে মানুষের জীবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করে বিশ্বের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই একটি বিশেষ সজ্জায় সাজানো, একটি বিশেষ শৃঙ্খলে বাধা। এই শৃঙ্খলাই হল নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনে যখন যা করার নিয়ম বা বিধি রয়েছে তা যথাসময়ে পালন করার নামই নিয়মানুবর্তিতা। জন্ম, শৈশব ও যৌবন থেকে শুরু করে একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত এই পৃথিবীর সব কাজে নিয়ম অনিবার্য।

মানুষ সামাজিক জীব। বিধায় সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হলে অবশ্যই তাকে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি, দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়মানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন। কেননা নিয়মানুবর্তিতা শৃঙ্খলাবোধের জন্ম দেয় এবং মানুষকে কর্তব্য পালনে সচেতন করে তোলে। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নতি নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে জড়িত। অনুরূপভাবে খেলার মাঠে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ছাত্রাবাসে, দোকানে, কল-কারখানায়, হাসপাতালে, কৃষিক্ষেত্রে সর্বত্রই নিয়মানুবর্তিতা পরিলক্ষিত হয়। আর নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেই সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

যুদ্ধের ময়দানে শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমেই বিজয় নিশ্চিত হয়। অন্যথায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যার বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই বদর, ওহোদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে। নেতার নির্দেশ মেনে সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করায় বদর প্রান্তরে মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম মুজাহিদ ১০০০ কাফেরের বিরুদ্ধে বিজয় পতাকা উড্ডীন করে। পক্ষান্তরে ওহোদ যুদ্ধে নেতার নির্দেশ অমান্য করে বিশৃঙ্খল হওয়ায় তাদের চরম খেসারত দিতে হয়।

ছাত্র জীবন নিয়মানুবর্তিতা চর্চার উপযুক্ত সময়। সুপরিকল্পিত ও সুসামঞ্জস্য নিয়মাবলির অধীনে একজন ছাত্র-ছাত্রীর জীবন পরিচালিত হলে, সে জীবনের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এজন্য তাকে নিয়ম মাসিক আগেভাগে ঘুমানো ও ভোরের ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস করতে হবে। এতে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং লেখাপড়ার জন্য সে বেশি সময় পাবে। আবার ভোরে ঘুম থেকে উঠার কারণে সে জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করে সারাদিন আল্লাহ তা'আলার যিম্মার থাকার সৌভাগ্য অর্জন করবে। সাথে সাথে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (মুসলিম হা/৬৫৭)।

শুধু ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠাই নয় বরং ছাত্র জীবনের প্রতিটি কাজ হতে হবে নিয়মতান্ত্রিক। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে একাধারে ৪০ দিন নিয়মিত আদায় করলে তার জন্য রয়েছে মুনাফিকী ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ (তিরমিযী হা/২৪১; মিশকাত হা/১১৪৪)।

আবার ফজরের ছালাতের পর নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা, হালকা ব্যায়াম ও উন্মুক্ত বায়ু সেবন করা, ক্লাসের পড়া নিয়মিত তৈরি করা, গোসল ও নাশতা সেরে ক্লাসে যাওয়া ও তাতে মনোযোগী হওয়া। দুপুরের খাবার সময়মত গ্রহণ করা, বিকালে খেলাধুলা করা, রাতে সময়মত ঘুমানো প্রভৃতি ছাত্র জীবনের নিয়মিত কর্ম। এক কথায় জীবনের প্রতিটি কর্ম তথা খাওয়া-পরা, চলাফেরা, গোসল, বিশ্রাম, খেলাধুলা, আনন্দ উপভোগ সবই নিয়ম মাসিক করতে হবে।

কিন্তু জীবনের প্রস্তুতি পর্বেই যদি নিয়ম-ভঙ্গের চর্চা শুরু হয় তাহলে তার জন্য ভবিষ্যৎ জীবনে চরম মাশুল দিতে হয়। জীবনে উন্নতির পথকে তা বাধাগ্রস্ত করে। অতএব হে সোনারমণি! জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চল ও শৃঙ্খলার অনুসরণ কর। তবেই সুন্দর ও সফল জীবন লাভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

দুনিয়ার মোহ

জাহিদুল ইসলাম, কুল্লিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

اَللّٰهُمَّ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও (তাকাছুর ১০২/১-২)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, কুরায়েশ বংশের বনু আবদে মানাফ ও বনু সাহ্ম দুই গোত্র একে অন্যের উপরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রাধান্য দাবী করে বড়াই করত। সে উপলক্ষ্যে সূরা তাকাছুর নাযিল হয় (কুরতুবী)। কিন্তু বক্তব্যটি সকল যুগের সকল লোভী ও অহংকারী মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

দুনিয়াবী ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান অর্জনের চেষ্টায় মানুষ জীবনের অনেকটা সময় নষ্ট করে। কিন্তু মৃত্যুর পর এগুলোর কোন কিছুই বান্দা সাথে নিয়ে যেতে পারে না। কেবল তার নেক আমল ব্যতীত। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল! অথচ তার মাল হল মাত্র তিনটি : (১) যা সে খায় ও শেষ করে। (২) যা সে পরিধান করে ও ক্ষয় করে এবং (৩) যা সে ছাদাকা করে ও জমা করে। এগুলো ব্যতীত বাকী সবই চলে যাবে এবং অন্যদের জন্য সে ছেড়ে যাবে' (মুসলিম হা/২৯৫৯)।

কাফের-মুনাফিকরা সর্বদা দুনিয়া লাভের চেষ্টায় ডুবে থাকে। অধিক পরিমাণে দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনের আকাংখা তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য এবং আখেরাতের চিন্তা হতে ভুলিয়ে রাখে। কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার এই আকাংখা কখনো শেষ হয় না। ফলে অর্জিত সম্পদের অধিকাংশ দুনিয়াতে পড়ে থাকে। যা দুনিয়া ও আখেরাতে তার কোন কাজে আসে না। অন্যদিকে মুমিন নারী-পুরুষ এ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সৎকাজের প্রতিযোগিতা করে। এর মাধ্যমে তারা জান্নাতের পাথেয় সঞ্চয় করে।

আয়াতে কবরের কথা বলা হয়েছে দুনিয়াবী জীবনের সমাপ্তি ও পরকালীন জীবনের সূচনা হিসাবে। রাসূল (ছা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই কবর হল আখেরাতের মনযিল সমূহের প্রথম মনযিল। যে ব্যক্তি এখানে মুক্তি পাবে, তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো সহজ হয়ে যাবে। আর যদি সে এখানে মুক্তি না পায়, তাহলে পরবর্তীগুলো কঠিন হবে। তিনি বলেন, কবরের চাইতে ভয়ংকর কোন দৃশ্য আমি দেখিনি' (তিরমিযী হা/২৩০৮)। তাই আমাদের উচিত ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া ত্যাগ করে চিরস্থায়ী আখেরাতের পাথেয় অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

দুনিয়ার মোহ

নাজমুন নাঈম

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনারমণি।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ، وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, ‘যদি আদম সন্তানকে এক ময়দান ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয়, তাহলে সে দুই ময়দান ভর্তি স্বর্ণের আকাংখা করবে। তার মুখ ভরবে না মাটি ব্যতীত (অর্থাৎ কবরে না যাওয়া পর্যন্ত)। আর আল্লাহ তওবাকারীর তওবা কবুল করে থাকেন’ (বুখারী হা/৬৪৩৯)।

আনাস (রা.) বলেন, উবাই বিন কা’ব (রা.) বলতেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর উপরোক্ত হাদীছকে কুরআনের অংশ মনে করতাম, যতক্ষণ না সূরা তাকাছুর নাযিল হয়’ (বুখারী হা/৬৪৪০)।

অধিক সম্পদ, সম্মান ও ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা মানুষের স্বভাবগত। প্রথমত মানুষ একটি সুন্দর বাড়ি, আরামদায়ক গাড়ি ও একটি সম্মানজনক অবস্থান কামনা করে। অতঃপর যখন এই সবকিছু অর্জন করে, তখন সেগুলোর প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তখন আরেকটি নতুন গাড়ি আকাংখা করে। আরো অত্যাধুনিক বাড়ির স্বপ্ন দেখে। নিজেকে আরো সম্মানজনক অবস্থানে দেখতে চায়। এভাবে অর্জনের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে আকাংখা।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, ‘আদম সন্তান বার্ষিক্যে দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু দু’টি বস্ত্র বৃদ্ধি পায়। সম্পদের লোভ ও অধিক বয়স পাওয়ার আকাংখা’ (মুসলিম হা/১০৪৭)। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, ‘দু’জন পিপাসু ব্যক্তি রয়েছে, যারা কখনো তৃপ্ত হয় না। একজন হল জ্ঞান পিপাসু, যার পিপাসা কখনো নিবৃত্ত হয় না। অন্যজন হল দুনিয়া পিপাসী, যার লোভ কখনো শেষ হয় না’ (ছহীহুল জামে’ হা/৬৬২৪; মিশকাত হা/২৬০)।

এই আকাংখার পিছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। কিন্তু সে আখেরাতের জন্য কোন আমল করার সুযোগ পায় না। তাই সময় থাকতে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ তা’আলা আমাদের বেশি বেশি ইসতেগফার করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

সন্তান প্রতিপালনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা, সোনামণি।

(গত সংখ্যার পর)

২০. ছালাত শিক্ষা দেওয়া : আদর্শ সন্তান গঠনে ছালাতের ভূমিকা অতুলনীয়। পিতা-মাতা নিজেরা পাঁচ ওয়াজ্ব ছালাত যথাযথভাবে আদায় করবেন। তাহলে তাদের দেখে সন্তান এমনিতেই ছালাতে অভ্যস্ত হবে। সাত বছর বয়স হতে তাকে হাতে-কলমে ছালাতের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাহলে দশ বছরে সে এমনিতেই খাঁটি মুছল্লী হবে। এরপরও না হলে, প্রহার করে ছালাতে বাধ্য করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأُمُرُ أَهْلَكَ وَأَوْلاَدَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' (ত্বোয়াহা ২০/১৩২)। আমার বিন শ্ব'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের ছালাতের নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর এবং এরপর বয়স দশ বয়সে (ছালাত আদায় না করলে) তাদের প্রহার কর' (আবুদাউদ হা/৪৯৯৫; মিশকাত হা/৫৭২)।

একজন মা ছালাতে অভ্যস্ত করানোর মাধ্যমে কিভাবে সন্তানকে আদর্শ করে গড়ে তুলতে পারেন, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালীর জীবনীতে। তিনি ১৪ই অক্টোবর ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তর প্রদেশের বাঁসবেরেলীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। ২২২টি গ্রন্থ রচনা করে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দেন। মাত্র ৫ বছর বয়সে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মাতা অত্যন্ত দীনদার মহিলা ছিলেন। যখন নওয়াবের বয়স ৭ বছর তখন তাঁর মা তাঁকে প্রতিদিন ভোরে ঘুম

থেকে জাগিয়ে ওয়ূ করিয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। কখনো ঘরে ছালাত আদায় করতে দিতেন না। কখনো উঠতে অলসতা করলে চোখে পানি দিতেন। সেকারণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে ছালাতের অভ্যাস গড়ে উঠে। দশ বছর বয়সে মা তাকে ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত করেন (মাসিক আত-তাহরীক ৯/৯ জুন ২০১২, পৃ. ২৪)। ছোট বেলায় এই ইসলামী শিক্ষা পাওয়ার ফলে আজীবন তিনি দ্বীনের উপর অটল থাকেন। তবে পিতা-মাতাকে অবশ্যই ছহীহ পদ্ধতিতে ছালাত শিখাতে হবে। ভুল পদ্ধতিতে ছালাত শিখালে ক্বিয়ামতের কঠিন দিবসে অবশ্যই তাদের দায়ী হতে হবে।

২১. পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করা : সন্তান শৈশব হতে কৈশোরে উপনীত হলে, তার সুপ্ত জগৎ ধীরে ধীরে সজাগ হতে শুরু করে। প্রকৃত জগৎ বা পরিবেশকে সে বুঝতে চেষ্টা করে। তাই দশ বছর বয়স হলেই পিতা-মাতা সন্তানের পৃথক শয্যার ব্যবস্থা করবেন। ছালাতের মতই এটি কঠোর নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। আমার বিন শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের দশ বছর বয়সে বিছানা পৃথক করে দাও' (আবুদাউদ হা/৪৯৫; মিশকাহ হা/৫৭২)। এতে সন্তান আদর্শ হবে এবং তার মন পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ হবে।

২২. কাজের মূল্যায়ন করা : সন্তান কোন ভালো কাজ করলে বা কোন কাজে সফলতা অর্জন করলে পিতা-মাতা তাকে মূল্যায়ন করবেন ও অভিনন্দন জানাবেন। তার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখবেন। এতে তার কোমল মনে ভালো কাজের প্রতি প্রেরণা জাগবে। সে কোন ভুল করলে বা মন্দ কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাস্তি না দিয়ে বা তিরস্কার না করে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছা.) একদিন ছাহাবীদের বললেন, তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষ সম্পর্কে বল, যার পাতা পড়ে না এবং অমুক অমুকগুলো পতিত হয় না। যা সর্বদা খাদ্য প্রদান করে? তখন কেউ কোন জবাব দিল না। ইবনু ওমর বলেন, আমার মনে হল, এটি খেজুর গাছ হবে। কিন্তু আমি দেখলাম যে, আবুবকর ও ওমর কিছুই বলছেন না। ফলে আমি কিছু বলাটা পসন্দনীয় মনে করলাম

না। যখন কেউ কিছু বললেন না, তখন রাসূল (ছা.) বললেন, সেটি হল খেজুর গাছ। অতঃপর যখন আমরা উঠলাম, তখন আমি পিতা ওমর (রা.)-কে বললাম, আব্বা! আল্লাহর কসম! আমার মনে একথাই উদয় হয়েছিল যে, ওটা খেজুর গাছ। কিন্তু আপনারা কিছু বলছেন না দেখে আমি কিছু বলাটা ঠিক মনে করিনি। তখন পিতা ওমর (রা.) বললেন, তোমার বলাটা আমার নিকটে অধিক প্রিয় ছিল অমুক অমুক বস্তুর চাইতে' (বুখারী হা/৪৬৯৮)।

এর মধ্যে কতগুলো শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যেমন পিতা-মাতা মাঝে-মধ্যে সন্তানের মেধা ও বুদ্ধি যাচাই করবেন। সন্তান উত্তর না দিলে তাকে বকা-বকা করবেন না। বরং উৎসাহিত করবেন।

২৩. সন্তানকে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া : পিতা-মাতার দায়িত্ব সন্তানকে সাধ্যমত প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া। এতে সন্তান তাদের কাছ থেকে উত্তম গুণগুলো আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হবে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব মায়ের। সন্তানের লালন-পালন, দেখাশুনা, পরিচর্যা, খাওয়ানো, পোশাক পরানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি কাজগুলো মাকেই বেশির ভাগ করতে হয়। তিনি যদি এ ব্যাপারে সচেতন হন তাহলে সন্তান উত্তম পদ্ধতিতে প্রতিপালিত হবে। অনেক পিতা-মাতা আছেন যারা পরিবারে সময় না দিয়ে কাজের ফাঁকে বিকালে, সন্ধ্যায় ও রাতে বন্ধুদের সাথে বাজে আড্ডা দেন। তাদের উচিত পারিবারিক তা'লীমের জন্য উপযুক্ত সময় বরাদ্দ করা এবং এর মাধ্যমে পরিবারকে বিশুদ্ধ ইসলামী পরিবারে পরিণত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' (তাহরীম ৬৬/৬)। এজন্য পিতা-মাতার উচিত সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীমের ব্যবস্থা করা। এতে সন্তানের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেওয়া ও তাদের নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়। সন্তানও খোলা মনে পিতা-মাতার সাথে তাদের মনের কথা বলতে পারে। ফলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। অথচ অনেকে মনে করেন সন্তানকে তো লেখাপড়ার সামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রাইভেট টিউটর, কম্পিউটার, নামী-দামী মোবাইল ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। তাদের সাথে আবার কথা বলার কী

দরকার। ফলে সপ্তাহেও তারা সন্তানের সাথে একটি কথা বলেন না। যা আদৌ ঠিক না। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সচেতন হওয়া উচিত।

২৪. সন্তানকে অশ্লীলতা হতে দূরে রাখা : পিতা-মাতা নিজে যাবতীয় অশ্লীলতা, গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র, মোবাইলে গেইম খেলা, অশ্লীল ছবি দেখা টিভি-সিনেমার বাজে অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকবেন এবং এ থেকে সন্তানকেও দূরে রাখবেন। সন্তানের মোবাইলে ও টিভি-সিনেমায় অশ্লীল ছবি দেখায় নীরব ভূমিকা পালন করা তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিষ্ক্ষেপ করার শামিল। এতে উভয়ে দু'জাহানে অপূরণীয় ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, *وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ*, 'লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, তারা তাদের অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরিদ করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং তারা আল্লাহর পথকে বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি' (লোকমান ৩১/৬)। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন' (বায়হাকী, মিশকাত হা/৪৫০৩)। রাসূলুল্লাহ (ছা.) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেন, *نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجْرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْسِ وَجُوهٍ وَسَقِّ جُبُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ* 'দু'টি অভিশপ্ত ও পাপিষ্ঠ শব্দ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি। (১) বাজনার শব্দ ও নাচ-গানের সময় শয়তানের সুরধ্বনি (২) বিপদের সময় মুখ ও বুক চাপড়ানোর ফ্রন্দন ধ্বনি' (তিরমিযী হা/১০০৫; ছহীহাহ হা/২১৫৭)।

২৫. সুস্থ বিনোদনের সুযোগ দেয়া : সুস্থ বিনোদন সোনাগণিদের সুন্দর মানুষে পরিণত করে। তাই সুস্থ বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সাথে বাচ্চাদের জড়িত থাকতে পিতা-মাতা সহযোগিতা করবেন। আর ছোট বাচ্চারা তো খেলাধুলা পসন্দ করে। তাদের মন চায় দু'চারটি বন্ধুর সাথে খেলতে ও ঘুরে বেড়াতে। এজন্য পিতা-মাতা সন্তানকে

সর্বদা ঘরে বেঁধে রাখবেন না। বরং তারা তাকে ভালো বন্ধুর সাথে খেলার সুযোগ করে দিবেন। মাঝে মাঝে নিজেরাও তার খেলার সাথী হবেন।

শাদ্দাদ (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছা.) যোহর অথবা আছরের ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের মাঝে বের হলেন। তাঁর কোলে ছিল হাসান অথবা হোসাইন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নিজের ডান পায়ে কাছ রাখলেন। অতঃপর তিনি তাকবীর দিয়ে ছালাত শুরু করলেন। ছালাত পড়তে পড়তে তিনি একটি সিজদা (অস্বাভাবিক) লম্বা করলেন। (ব্যাপার না বুঝে) আমি লোকের মাঝে মাঝে তুলে ফেললাম। দেখলাম, তিনি সিজদাহ অবস্থায় আছেন, আর তাঁর পিঠে শিশুটি চড়ে বসে আছে! অতঃপর পুনরায় আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছা.) ছালাত শেষ করলে লোকেরা তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছা.)! আপনি ছালাত পড়তে পড়তে একটি সিজদা (অধিক) লম্বা করলেন। এর ফলে আমরা ধারণা করলাম যে, কিছু হয়তো ঘটল অথবা আপনার উপর অহি অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি বললেন, এ সবে কখনোই নয়। আসলে (ব্যাপার হল), আমার বেটা (নাতি) আমাকে সওয়ামী বানিয়ে নিয়েছিল। তাই তার মন ভরে না দেওয়া পর্যন্ত (উঠার জন্য) তাড়াতাড়ি করাটাকে আমি অপসন্দ করলাম (আহমাদ হা/১৬১২৯)।

২৬. পোশাকের ব্যাপারে সচেতন হওয়া : পিতা-মাতা নিজে শালীন পোশাক পরবেন ও সন্তানের পোশাকের ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টি রাখবেন। নিজের ও সন্তানের পোশাক যেন বিধর্মীদের পোশাকের মত না হয়। সন্তানকে প্রাণীর ছবিযুক্ত ও টাইটফিট পোশাক থেকে সর্বদা দূরে রাখবেন। নিজের ও সন্তানের পোশাকের ব্যাপারে অভিভাবক সর্বদা নিম্নবর্ণিত মূলনীতিসমূহ মেনে চলবেন (১) পোশাক ঢিলা হবে, যা দেহকে উত্তমরূপে আবৃত করবে (২) দেহের গোপন অঙ্গসমূহ প্রকট হয়ে উঠবে না (৩) পোশাক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হবে (৪) পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের পোশাক পরবে না (৫) পোশাক অমুসলিম ও বিদ'আতীদের সদৃশ হবে না (৬) উত্তম পরিবেশে উত্তম পোশাক পরবে। অহেতুক দীনতা প্রদর্শন বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক পরিধান করবে না (৭) পুরুষের পরিধানের কাপড় সর্বদা টাখনুর উপরে থাকবে ও নারীদের থাকবে টাখনুর নিচে (পোশাক ও পর্দা, পৃ. ১২-১৩)। পুরুষের টাখনুর নিচে পরিধানের কাপড় থাকলে তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এবং তার দিকে আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, مَا أَسْفَلَ مِنْ الْإِرَارِ فِي الثَّارِ ‘পুরুষের টাখনুর নিচে কাপড়ের যে অংশ যাবে তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে’ (বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)।

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেছেন, لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড় টাখনুর নিচে বুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না’ (বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১)।

অপরদিকে পর্দাহীন নারী ইসলামের দৃষ্টিতে জাহান্নামী। এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ الثَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُؤْسِدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا ‘দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী, যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। ১. এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় দীর্ঘ লাঠি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে ২. নগ্ন পোশাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর হতে পাওয়া যায়’ (মুসলিম হা/২১২৮)।

[চলবে]

‘ভালো খাবার যেমন পেট ভর্তি করে ও শরীরে শক্তি যোগায়, ভালো বই তেমন আত্মাকে তৃপ্ত করে ও বুদ্ধি বিকশিত করে’।

-সপ্তদশ সতকের ইউরোপীয় দার্শনিক স্পিনোজা

শিশুর নৈতিকতা বিকাশের উপায়

রবীউল ইসলাম

কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

নৈতিকতা কি? নৈতিকতার ইংরেজী হল : Morality, যার অর্থ : ভদ্রতা, চরিত্র, উত্তম আচরণ। এটি মূলত উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত এবং কর্মের মধ্যকার ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত এর পার্থক্যকারী। সবার জন্য গ্রহণযোগ্য এবং অবশ্যই পালনীয় বিষয়গুলোই হল নীতি। আর নৈতিকতা হল, যা আচরণ বা চরিত্রকে নির্ধারণ করে। মানুষের চারিত্রিক আদর্শ বা উত্তম গুণাবলীই হল নৈতিকতা।

নৈতিকতাকে সহজে বুঝতে চেষ্টা করি : যদি কোন একজন সোনামণিকে বাজার করার জন্য কিছু টাকা দেওয়া হয় নির্দিষ্ট কিছু পণ্য ক্রয়ের জন্য, আর সে ঠিক ঐ পণ্যগুলোই সঠিক মূল্যে ক্রয় করে এবং তাতে যদি কিছু টাকা বেঁচে যায় আর বাকি টাকা ফেরত না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়; তাহলে তার কোন বিষয়টি থাকল আর কোনটি হারাল? নাকি নীতি এবং নৈতিকতা দু'টিই হারাল? না দু'টিই হারায়নি। বরং সে নীতি ঠিক রেখেছে। কারণ তাকে যে যে জিনিসগুলো ক্রয় করতে বলা হয়েছে সে ঠিক সে জিনিসই ক্রয় করেছে। কিন্তু সে তার নৈতিকতার ক্রটি ঘটিয়েছে। সে বেঁচে যাওয়া টাকা ফেরত না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। এটাই হল অনৈতিকতা।

শিশুর নৈতিকতা বিকাশের উপায় : শিশুর নৈতিকতা বিকাশের জন্য পিতা-মাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকমণ্ডলীর কতগুলো করণীয় রয়েছে, যা নিম্নে আলোকপাত করা হল-

১. শিশুকে তার রবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া : মানব জীবনে যে সকল নৈতিক দিক রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হল, মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে একমাত্র তাঁর কাছেই মাথানত করবে। তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। রাসূল (ছা.) বলেন, **إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ** 'যখন তুমি চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে' (তিরমিযী হা/২৫১৬)। কিন্তু পৃথিবীতে বহু মানুষ আল্লাহর নে'মত ভোগ করে

আর মাযারে গিয়ে মৃত মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আবার কেউ মুসলমানের লেবাস পরে উদারতার দোহাই দিয়ে মন্দিরে গিয়ে বলে, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'।

এজন্য লোকমান হাকীম তার শিশু পুত্রকে নৈতিকতার শিক্ষা দিয়েছেন এইভাবে, 'يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ' 'হে বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' (লোকমান ৩১/১৩)। তিনি তাকে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কেও অবগত করেন। তিনি বলেন, 'হে বৎস! তোমার পাপ-পুণ্য যদি সরিষাদানা পরিমাণও হয়, আর তা যদি পাথরের গর্তে বা আকাশে বা ভূগর্ভে থাকে, আল্লাহ তা হাযির করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুস্মবিদ এবং (গোপন ও প্রকাশ্য) সব খবর রাখেন' (লোকমান ৩১/১৩)। আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ স্থির করা। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' (বুখারী হা/৪৪৭৭)।

২. নবীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া : মুহাম্মাদ (ছা.) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী ও রাসূল আসবেন না। তিনি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য হল, তাঁর নিকট অহি আসত, কিন্তু আমাদের নিকট অহি আসে না। তিনি আমাদের একমাত্র আদর্শ। তাঁর দেখানো পথই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। তবেই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি মিলবে।

৩. শিশুর সামনে নিজেকে মডেল বা আদর্শ হিসাবে উপস্থান : শিশুরা আশেপাশের লোকদের কাছ থেকে শেখে। তাই সোনাগিণিদের নৈতিকতা বিকাশের জন্য প্রথমে নিজেকে তাদের সামনে মডেল বা আদর্শ হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। ভালো কর্মগুলো বারবার তাদের সামনে করতে হবে এবং মন্দ কর্ম পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমরা মৌখিকভাবে যতই নৈতিকতার কথা বলি না কেন তা আমার সোনাগিণি পুরাপুরি পালন করবে না। আমার সোনাগিণি কেবল সেগুলোই বেছে নেবে যেগুলো আমি আমার নিজের আচরণের মাধ্যমে বাস্তবে করে দেখিয়েছি।

৪. বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা : সোনামণিদেরকে ছোটবেলা থেকেই বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ শেখাতে হবে। শ্রদ্ধাবোধ এমন একটি অপরিহার্য নৈতিক মূল্যবোধ যা শিশুকে অল্প বয়সেই শেখাতে হয়। ছোটকালের এই শিক্ষা কখনোই সে ভুলে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছা.) বড়দের সম্মানের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। যারবী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালেক (রা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, 'একজন বয়স্ক লোক রাসূল (ছা.)-এর সাথে দেখা করতে আসল। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে দেরি করল। তা দেখে রাসূল (ছা.) বললেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوقِّرْ كِبِيرَنَا 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (তিরমিযী হ/১৯১৯)। তাই শিশু মনে মরুব্বীদের প্রতি সম্মানবোধ সর্বাঙ্গায় জাগ্রত করতে হবে। স্মরণ করিয়ে দিতে হবে মরুব্বীদের শ্রদ্ধা করা স্বয়ং আল্লাহকে সম্মান করার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ 'নিশ্চয় সাদা চুলওয়ালা (বৃদ্ধ) মুসলিমকে সম্মান করা মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত' (আরুদাউদ হ/৪৮৪৩)।

৫. হাদীছের গল্প বলা : শিশুদের নৈতিকতা বিকাশের উত্তম মাধ্যম হল তাদের নিকট হাদীছের গল্প পাঠ করা। তারা গল্প শুনতে ভালোবাসে। গল্পের মাধ্যমে এমন কিছু শিক্ষা তার সামনে তুলে ধরুন, যে ভুলটি তার মাঝে আছে। ধরুন সে মোবাইলে গেমস খেলে সময় নষ্ট করে। তাকে বলুন খোকা! আমরা একদিন মরে যাব। আল্লাহ আমাদেরকে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন। সেদিন কোন মানুষ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ব্যতীত একধাপ সমনে পা বাড়াতে পারবে না। তা হল- عَنُّ عُمَرِهِ فِيمَا أُنْفَاهُ وَعَنُّ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنُّ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ? ১. তার বয়স সম্পর্কে, সে তা কী কাজে ব্যয় করেছে? ২. তার যৌবন সম্পর্কে, সে তা কী কাজে ক্ষয় করেছে? ৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কোথা হতে আয় করেছে? ৪. আর তা কোথায় ব্যয় করেছে? এবং ৫. সে তার ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছে? (তিরমিযী

হা/২৪১৭)। এভাবে আপনার সোনামণিকে সময়ের গুরুত্ব শিক্ষা দিন। তাহলে সে আর কখনোই সময় নষ্ট করবে না।

৬. অন্যকে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করা : অন্যকে সহযোগিতা করা মানুষের একটি মহৎ গুণ। এগুণের অধিকারী ব্যক্তিকে স্বয়ং আল্লাহ সহযোগিতা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, **وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ** ‘আল্লাহ বান্দার সহযোগিতায় ততক্ষণ থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে’ (আবুদাউদ হা/২৬৯৯)। তাই আপনি নিজে এগুণের অনুশীলন করুন এবং সন্তানকেও এগুণের উপর গড়ে তুলুন। তাহলে আপনার সোনামণি অল্প বয়স থেকেই অন্যকে সহায়তা করতে শিখবে। তাকে স্মরণ করিয়ে দিন ইয়ারমুক যুদ্ধে শাহাদত পিয়াসী সেই মুসলিম সৈনিকদের কথা, যারা পানির পিপাসায় কাতর হয়েও নিজে পানি পান না করে অন্যকে পান করানোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমনি ত্যাগের শিক্ষা শিশুকালে নিষ্পাপ অন্তরে বপন করে দিন। তবেই তারা ত্যাগী ও উদ্যমী কর্মী হয়ে অন্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

তবে পরিতাপের বিষয় ত্যাগের এই শিক্ষা আমাদের সন্তানদের না দেওয়ার কারণে তারা আজ অন্যের বিপদে সহযোগিতার মনোভাব হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত মানুষের সেবার পরিবর্তে তার মোবাইল, মানি ব্যাগ খোঁজা হচ্ছে। তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরিবর্তে ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট করে ভিউ বাড়ানোর অসুস্থ ও অনৈতিক প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে। আফসোস! হায় আফসোস! আমাদের ভাবতে হবে, যদি এই বিপদ আমার হতো তাহলে আমার কেমন লাগত?

৭. শারীরিক যত্নের পাশাপাশি মানসিক ও নৈতিক যত্ন নেওয়া : একটি শিশু অসুস্থ হলে পিতা-মাতা তাদের সুস্থের জন্য যতটা হয়রান ও পেরেশান হয়ে যান, ততটা টেনশন শিশু অনৈতিক হলে করেন না। এটা পিতা-মাতার সন্তানের ব্যাপারে মারাত্মক ভুল। সন্তানের শারীরিক সুস্থতার চেয়ে মানসিক সুস্থতা কোন অংশেই কম নয়। সুতরাং সন্তান কখন কী আচরণ করছে, কোন ভাষায় কথা বলছে, কার সাথে মেলামেশা করছে সে বিষয়ে নয়র দেওয়া অত্যন্ত যরুরী। নইলে শরীরিক অসুস্থ সন্তানের চেয়ে মানসিক অসুস্থ সন্তান ভয়ংকর রূপ ধারণ করবে।

৮. ভালো আচরণ ও কর্মের পুরস্কার দেওয়া : শিশুরা পুরস্কার পেলে খুব খুশি হয়। সে জন্য তাদের ভালো আচরণ ও কাজের পুরস্কার দিন। এতে তারা ঐ কাজের প্রতি আরো আগ্রহী হবে। আমরা সন্তানের শারীরিক পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা করে থাকি। মনে রাখবেন, সন্তানের ভালো কাজের প্রশংসা ও পুরস্কার তাদের মানসিক বিকাশে তেমনই ফলপ্রসূ ও কার্যকর।

৯. শিশুদের ব্যক্তি কেন্দ্রিক না করে মানবিকতা শিক্ষা দেওয়া : মানবিক মূল্যবোধ হল এমন নীতি এবং বিশ্বাস, যা মানুষকে ভালো এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। তাই শিশুদেরকে শিশুকাল থেকেই মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন অধিকাংশ পিতা-মাতাই সন্তানদের ব্যক্তি কেন্দ্রিক করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ফলে সন্তানদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হয় না। মানুষ যে সামাজিক জীব, সমাজের প্রতি তার করণীয় আছে একথা একেবারেই ভুলে যায়।

এজন্য শিশুদের ছোট থেকে পরোপকারের শিক্ষা দিতে হবে। কারণ এমন মানুষেরাই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, '(১) আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। (২) আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল হল কোন মুসলিমকে আনন্দিত করা অথবা তার কোন বিপদ, কষ্ট বা উৎকর্ষা দূর করা, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। তিনি বলেন, (৩) আমার কোন ভাইয়ের সাহায্যের জন্য তার সাথে হেঁটে যাওয়া আমার নিকট এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও প্রিয়। (৪) যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। নিজের ক্রোধ কার্যকর করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তা দমন করবে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তার হৃদয়কে সন্তুষ্টি দিয়ে ভরে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাথে গিয়ে তার কোন প্রয়োজন মিটিয়ে দিবে, কিয়ামতের কঠিন দিনে, যেদিন পুলছিরাতের উপর সকলের পা পিছলে যাবে, সেদিন আল্লাহ তার পা দৃঢ় রাখবেন'। তিনি বলেন, '(৬) সিরকা যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, মন্দ আচরণ তেমনি মানুষের সৎকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়' (ছহীহাহ হা/৯০৬)।

ঈদ আনন্দ

নাজমুন্নাহার

রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

সকল জাতির নির্দিষ্ট আনন্দের দিন রয়েছে। মুসলমানদের আনন্দের দিন দু'টি। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিনে ছাহাবীগণ বিভিন্ন খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন।

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছা.) (ঈদের দিনে) আমার কাছে আসলেন। তখন আমার নিকট দু'টি মেয়ে বু'আছ যুদ্ধ সংক্রান্ত কবিতা আবৃত্তি করছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। এ সময় আবুবকর (রা.) সেখানে আসলেন। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, নবী (ছা.)-এর কাছে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র (দফ) বাজানো হচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছা.) তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তাদের ছেড়ে দাও। তারপর তিনি যখন অন্য দিকে ফিরলেন তখন আমি তাদের ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বের হয়ে গেল।

আর ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের দ্বারা খেলা করত। আমি নিজে (একবার) রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর কাছে আরয করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল তার গালের সাথে লাগানো ছিল। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করছিলে তা করতে থাক, হে বনু আরফিদা! পরিশেষে যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি দেখা শেষ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চলে যাও' (রুখারী হা/৯০২)।

শিক্ষা :

১. ঈদের দিনে বিভিন্ন খেলাধুলা ও আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় এবং পর্দার আড়ালে থেকে মেয়েরাও সেসব দেখতে পারে।
২. সুন্দর কথামালা সমৃদ্ধ গান ও কবিতা ইসলামে জায়েয। তবে তা অশ্লীলতা ও কুরুচিপূর্ণ কথা বিবর্জিত হতে হবে।
৩. ইসলামে দফ ব্যতীত অন্য সকল বাদ্যযন্ত্র হারাম। দফ অনেকটা ঢোল বা তবলার মত একটি যন্ত্র কিন্তু একমুখী। যার এক দিকে পর্দা থাকে ও অন্য দিক ফাঁকা থাকে।

এসো দো'আ শিখি

হাটে-বাজারে প্রবেশ করার সময় দো'আ :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ-

উচ্চারণ : লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লা-ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খইরু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর ।

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান' (তিরমিযী হা/৩৪২৮; মিশকাত হা/২৩১৮)।

নবী করীম (ছা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ পড়ে বাজারে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ ছওয়াব লিখবেন, দশ লক্ষ পাপ মুছে দিবেন, দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়াবেন ও জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করবেন' (তিরমিযী হা/৩৪২৮, সনদ হাসান)।

মুম্বুর্সু ব্যক্তির নিজের জন্য দো'আ :

নবী করীম (ছা.) মৃত্যুর আগে নিজের দো'আ বেশি বেশি পড়ছিলেন-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى-

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ার হাম্নী ওয়া আলহিক্বনী বিররফীক্বিল আ'লা ।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও' (বুখারী হা/৫৬৭৪)।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৯৫-৯৬)

জীবনের গল্প

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

দুশ্চিন্তা

একদা একজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি একজন বিজ্ঞ আলেমের কাছে এসে বললেন, মাওলানা ছাহেব! কিছু সমস্যার কারণে কয়েক দিন ধরে আমি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এখান থেকে মুক্তির উপায় কী তা জানতে আপনার কাছে এসেছি। অতঃপর...

আলেম : আমার দু'টি প্রশ্ন আছে। আগে এই দু'টির উত্তর জানা যরুরী। তারপর তোমার সমস্যার সমাধান দিব।

আগম্ভক : আচ্ছা, প্রশ্ন করুন।

আলেম : তুমি যখন দুনিয়াতে এসেছিলে (অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেছিলে) তখন কি তোমার সমস্যাগুলো ছিল?

আগম্ভক : না।

আলেম : তুমি যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবে (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে) তখন কি সমস্যাগুলো তোমার সাথে থাকবে?

আগম্ভক : অবশ্যই না।

আলেম : তাহলে এমন কিছু বিষয় নিয়ে তুমি চিন্তিত যেটা জন্মের সময় তোমার সাথে ছিল না। আবার মৃত্যুর পরও তোমার সাথে যাবে না। অর্থাৎ সমস্যাগুলো চিরকাল থাকবে না। তাই এবিষয়ে অধিক দুশ্চিন্তা না করাই ভালো। বরং তোমার জন্য উত্তম হল দুনিয়াবী বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা। দুনিয়াবী সমস্যার চিন্তা দূর করে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয়ে মনোযোগী হও। তাহলে তুমি যা চাও তাই পাবে।

মুচকি হেসে আলেম ছাহেব আরো বললেন, তোমার রিযিক নির্দিষ্ট, ভাগ্যও নির্ধারিত। তোমার সকল কিছু সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহর হাতে। সুতরাং দুনিয়ার অবস্থা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি

বলেছেন, মুমিন সহজ এবং কঠিন দু'টি অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করে। দু'টিই তার জন্য নে'মত যদি সে বুঝতে পারে। আনন্দের সময় সে আল্লাহর শুকরিয়া করবে। তাহলে আল্লাহর নিকট সে পুরস্কার লাভ করবে। আল্লাহ বলেন, 'সত্বর আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করবেন' (আলে ইমরান ৩/১৪৪)। আর কঠিন অবস্থায় পড়লে ধৈর্যধারণ করবে। আল্লাহ বলেন, 'নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ বেহিসাব পুরস্কার পাবে' (যুমার ৩৯/১০)।

রাসূলুল্লাহ (ছা.) বলেন, 'মুমিনের বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের। তার সবকিছুই কল্যাণকর। মুমিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য অনুরূপ নেই। যখন তাকে কোন আনন্দদায়ক বিষয় স্পর্শ করে, তখন আল্লাহর শুকরিয়া করে। ফলে সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়। আর যখন তাকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন ধৈর্যধারণ করে। ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে যায়' (মুসলিম হা/২৯৯৯)।

তুমি যদি আনন্দচিত্তে জীবন যাপন করতে চাও, তাহলে সব কিছু ব্যাখ্যা কর না। সব বিষয়ে চিন্তা কর না। সব কিছু খুঁটে খুঁটে বিশ্লেষণ কর না। কেননা যে হীরা নিয়ে অধিক চিন্তা-গবেষণা করে, সে কেবল কয়লাই লাভ করে।

শিক্ষা :

১. মুমিন জীবন আনন্দ ও বেদনার মধ্যে বয়ে চলে। আনন্দে শুকরিয়া আদায় ও বেদনায় ধৈর্যধারণ করতে হবে।
২. দুনিয়াবী কোন সমস্যাই স্থায়ী নয়। তাড়াতাড়ি হোক বা দেরিতে তা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।
৩. দুশ্চিন্তা কোন সমস্যা দূর করতে পারে না। তাই অধিক চিন্তা না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ বলেন, 'ইহুদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহর দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহর কবল থেকে তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' (বাক্বারাহ ২/১২০)।

কবিতা গুচ্ছ

পানি পান

মাহফুয আলী
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

পানি পানের পাঁচটি আদব
কুরআন-হাদীছে আছে,
এগুলো পালন করার আবেদন
সোনামণির কাছে।

বিসমিল্লাহ বলে করবে শুরু
ধীরস্থির ভাবে বসে
ডান হাতে করবে পান
তিন নিঃশ্বাসে।

শুকরিয়া আদায় করবে প্রভুর
আল-হামদুলিল্লাহ বলে,
সুনাহ মেনে করলে পান
অনেক ছওয়াব মেলে।

বন্ধুর আহ্বান

নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

বন্ধু আজ স্কুল পালাবি?
আজকে একটা বিড়ি খাবি?
না রে না! ক্যাসার হবে
আল্লাহ অনেক গুনাহ দিবে

তাহলে চল আম পেড়ে খাই
তাতে তো আর অসুবিধা নাই
আমের গাছ কোথায় পাবি?
কার গাছের ফল নামাবি?

মাস্টার মশাইয়ের বাগানে চল
প্রতিদিন যায় ছোকড়ার দল।
আমটি খেতে টক-মিষ্টি
শরীরে হবে অনেক পুষ্টি।

চুরি করে খাওয়া হারাম
মা বলেছেন, হয় না আরাম।
তার চেয়ে বসে পড়তে থাকি
স্কুল আমি দিব না ফাঁকি।

ছুটি হলে বাড়ি যাব
মায়ের হাতের পায়ের খাব।
তুইও যাস আমার সাথে
খাঁটি দুধের পায়ের খেতে।

বাবা

সুরাইয়া আখতার শারমীন
খামার সাতনালা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

বাবা তোমায় পেয়ে আমি ধন্য,
মোদের মুখে তুমি তুলে দাও অনু।
তুমি আমার আঁধার পথের আলো,
আমি দোষ করলেও তুমি বল ভালো।

আমার প্রতি তোমার ভালোবাসা,
চলার পথে জাগায় মনে আশা।
তোমার কাছে যত বায়না করি আমি,
সেসব যেন সোনার চেয়ে দামী।

বাবা! তুমি সবার সেরা,
আদর-স্নেহ প্রাণ ভরা।
তোমায় আমি দিলাম কথা,
তোমার সম্মান রাখব সদা।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

❖ আল-কুরআন (সূরা ক্বুরে'আহ)

১. প্রশ্ন : ক্বুরে'আহ শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : করাঘাতকারী ।

২. প্রশ্ন : সূরা ক্বুরে'আহ কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : ১০১তম ।

৩. প্রশ্ন : সূরা ক্বুরে'আহ-তে কতটি আয়াত আছে?

উত্তর : ১১টি ।

৪. প্রশ্ন : সূরা ক্বুরে'আহ-তে কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?

উত্তর : ৩৬টি শব্দ ও ১৫৮টি বর্ণ ।

৫. প্রশ্ন : সূরা ক্বুরে'আহ কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা কুরায়েশ-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয় ।

৬. প্রশ্ন : ক্বুরে'আহ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : কিয়ামত । এটি কিয়ামতের একটি নাম ।

৭. প্রশ্ন : কিয়ামত দিবসে মানুষের অবস্থা কেমন হবে?

উত্তর : বিক্ষিত পতঙ্গের মত ।

৮. প্রশ্ন : কিয়ামত দিবসে পর্বতমালা কেমন হবে?

উত্তর : ধুনিত রঙিন পশমের মত ।

৯. প্রশ্ন : জান্নাতে কে সুখী জীবন যাপন করবে?

উত্তর : যার ওয়নের পাল্লা ভারি হবে ।

১০. প্রশ্ন : যার ওয়নের পাল্লা হালকা তার ঠিকানা কোথায় হবে?

উত্তর : 'হাভিয়াহ' নামক জাহান্নামে ।

১১. প্রশ্ন : 'হাভিয়াহ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : প্রজ্বলিত আগুন ।

লাল চশমা

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অনেক দিন আগে এক ধনী রাজা ছিল। রাজার টাকা-পয়সা, গাড়ি-বাড়ি কোন কিছুই অভাব ছিল না। বিশাল সাজানো প্রাসাদ, সুন্দর ফুলের বাগান দেখলেই মন ভরে যেত। কিন্তু এক চোখের অসুখে রাজা কোন কিছু ঠিক মত দেখতে পেতেন না। সুন্দর নীল আকাশ তিনি দেখতেন নদীর পানির মত ঘোলাটে। চকচকে রঙিন প্রাসাদকে দেখতেন ধূলা ভরা পুরাতন দালানের মত। ফুলে ফুলে সজ্জিত বাগান তার কাছে রাস্তার ধারে অযত্নে বেড়ে উঠা লতা-পাতার মত লাগত। এজন্য বাগানের মালি ও প্রাসাদের চাকরদের অনেক বকা-ঝকা করতেন।

একদিন রাজার সভাসদরা পরামর্শ করে রাজার চোখের চিকিৎসার জন্য একজন হাকীম ডেকে আনলেন। সব দেখে-শুনে হাকীম বললেন, রাজা মশাই! আপনাকে কিছু দিন সবকিছু লাল দেখতে হবে। অন্য রঙের উপর চোখ পড়লে ফিরিয়ে নিতে হবে। রাজা এ কথা শুনে রাজপ্রাসাদের রঙ পরিবর্তন করে লাল করলেন। তার সকল কর্মচারীদের লাল পোশাক পরার আদেশ দিলেন। বাগান থেকে লাল ছাড়া অন্য ফুলের গাছ সরিয়ে ফেললেন। এরপর রাজা হাকীমকে ডেকে পাঠালেন। হাকীম আসলে রাজা তার সাদা পাঞ্জাবী খুলে লাল পোশাক পরার আদেশ দিলেন। অবস্থা দেখে মুচকি হেসে হাকীম বললেন, রাজা মশাই! আপনি তো গাছ-পালা, নদীর পানি বা আকাশের রঙ পরিবর্তন করতে পারবেন না। বরং ভালো হয় যদি আপনি নিজের চোখে একটা লাল কাঁচের তৈরি চশমা পরেন। তাহলেই সব কিছু লাল দেখতে পারবেন।

শিক্ষা :

১. অন্যকে বদলানোর আগে নিজেকে বদলাতে হবে। তাহলে সমাজ পরিবর্তন সহজ হবে।
২. অন্যের ভুল ধরার পূর্বে নিজের দুর্বলতার প্রতি নয়র দিতে হবে।
৩. হুট করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। বরং ধীরে সুস্থে জ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতে হবে।

খেজুরের গুণাগুণ

সাইমুম ইসলাম

সহ-পরিচালক, রজনীগন্ধা, নওদাপাড়া মারকাষ।

সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি মানুষকে পরিমাণ মতো খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। খাদ্যই আমাদের দৈহিক বিকাশে ও দেহকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তাই আমাদেরকে দৈনিক পরিমিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমাদের শরীরের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাবে। আমরা প্রতিদিন যে খাবার গ্রহণ করি তা হল ভাত, রুটি, সবজি, মাছ, গোশত, বিভিন্ন ধরনের ফল ইত্যাদি। এগুলোর সাথে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় এমন কিছু খাবার যোগ করতে হবে যা আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় মাত্রায় শক্তি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের খাদ্যসমূহের মধ্যে খেজুর অন্যতম। নিচে খেজুরের পুষ্টিগুণ তুলে ধরা হল।

খেজুর আল্লাহর একটি বড় নে'মত! এটি সুস্বাদু ও রক্ত বর্ধক একটি ফল। আমাদের সারাদিনের ক্লাস্তি মিটানোর জন্য ভালো মানের ১টি খেজুরই যথেষ্ট। কারণ খেজুরে অনেক বেশি গ্লুকোজ থাকে। রাসূল (ছা.) ছিয়াম রেখে দিন শেষে খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন এবং তিনি অন্যকে করার নির্দেশ দিয়েছেন (আবুদাউদ হা/২৩৫৬)। এতে প্রচুর লৌহ উপাদান থাকে। তাই একে Iron Capsule ও বলা হয়। এছাড়াও খেজুর প্রসূতি মায়েদের শারীরিক দুর্বলতা রোধেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। এজন্য ঙ্গসা (আ.)-এর জন্মের পর মারয়ামের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَهَرَيَّ إِلَيْكَ بِجِدْعِ

الْخَلَّةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِينًا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًا

খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তা তোমার উপর তাজা পরিপক্ক খেজুর নিক্ষেপ করবে। অতএব তুমি খাও, পান কর ও চক্ষু শীতল কর। আর যদি তুমি কোন মানুষকে দেখ, তাহলে তাকে ইশারায় বলে দিয়ো, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না' (মারইয়াম ১৯/২৫-২৬)।

খেজুরের পুষ্টি উপাদান : প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী খেজুরে রয়েছে : পানির পরিমাণ ১৮.০ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ১.৭ গ্রাম, আমিষ ২.২ গ্রাম, শর্করা ৭৭.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৬৩.০ মিলিগ্রাম, আয়রন ৭.৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন এ ০.১০, ভিটামিন বি ০.০৪ মিলিগ্রাম এবং খাদ্য শক্তি ৩২৪ কিলো ক্যালোরি। তবে এই পুষ্টিমান খেজুরের জাত ও উৎপাদনের স্থানের কারণে কিছুটা ভিন্ন হতে পারে।

খেজুরের উপকারিতা :

১. খেজুরে খাদ্যশক্তি বেশি থাকায় আমাদের দৈনিক দুর্বলতা দূর করে।
২. স্নায়ুবিক শক্তি বৃদ্ধি করে।
৩. রক্ত উৎপাদনে সহায়তা করে।
৪. হজম শক্তি এবং যকৃৎ ও পাকস্থলীর কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে।
৫. মুখের রুচি বৃদ্ধি করে।
৬. আমাদের ত্বক ভালো রাখে।
৭. ফুসফুসের সুরক্ষার পাশাপাশি মুখ গহবরের ক্যান্সার রোধ করে।
৮. দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে।
৯. এতে থাকা ফাইবার কোলেস্টরেল থেকে মুক্তি দেয়।
১০. ফুসফুস ও ক্যাভিটি ক্যান্সার থেকে শরীরকে দূরে রাখে।



রাসূল (ছা.) বলেছেন, **مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ** 'যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ ও জাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না' (বুখারী হা/৫৪৪৫)। তাই সুস্বাস্থ্য গঠনে আমাদের উচিত প্রতিদিন সাধ্য অনুযায়ী চার-পাঁচটা খেজুর খাওয়া। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হালাল পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে স্বাস্থ্যবান হওয়ার তাওফীক দান করুন-আমীন!

মৃত্যুর কোন বয়স নেই

আবু রায়হান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সদ্য ঘটে যাওয়া দু'টি ঘটনা অন্তরে নতুন করে মৃত্যুর ভয় বাড়িয়ে তুলেছে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কিছু এলোমেলো চিন্তা। সেই চিন্তাগুলো সোনামণিদের কাছে তুলে ধরার জন্য এই লেখা। তার পূর্বে ঘটনা দু'টি সংক্ষেপে বর্ণনা করি।

১. গত ৩০শে মার্চ (১৯শে রামাযান) শনিবার দিবাগত রাতে চার বছরের সোনামণি সুমাইয়া তামান্না (লালমণিরহাট) পিতা-মাতা, দাদা-দাদি ও ভাইয়ের সাথে তারাবীর ছলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে নওদাপাড়া মারকাযের পূর্বশ্বস্থ মসজিদে আসছিল। রাস্তার পারাপরের সময় ট্রাকের সাথে ধাক্কা লেগে সে মারাত্মক ভাবে যখম হয় এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করে। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজি'উন*।

২. গত ১৫ই এপ্রিল আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছানাবিয়াহ্ ১ম বর্ষের ছাত্র খায়রুল বাশার তার দুই মামাতো ভাইয়ের সাথে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বের হয়। পথে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটির সাথে ধাক্কা লেগে তারা আহত হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একে একে তিনজনই মৃত্যুবরণ করে। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজি'উন*।

প্রিয় সোনামণি! একটু চিন্তা করে দেখ। আমরা সবাই আশা করি একটা দীর্ঘ সময় পৃথিবীতে বেঁচে থাকব। আমার বয়স কেবল দশ বা বারো বছর। আমি এখনো অনেক বড় হব। চুল দাঁড়ি পেকে যাবে, বৃদ্ধ হব। তারপর হয়তো মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু মৃত্যু কাউকে বলে আসবে না। হঠাৎ দরজায় করাঘাত করবে। দেহ পিঞ্জর থেকে প্রাণ পাখি উড়ে যাবে। নিখর দেহ মাটিতে পড়ে রবে।

ছোট সোনামণি সুমাইয়া বা তার পিতা-মাতা কেউই জানত না, দশ দিন পরে ঈদুল ফিতরের সময় সে পৃথিবীতে থাকবে না। খায়রুল বাশার বা তার

ভাইয়েরাও ধারণা করেনি যে, চার দিন আগে কাটানো ঈদুল ফিতরই তাদের জীবনের শেষ ঈদ। তেমনই আমরাও একদিন চলে যাব। হয়তো সেটা হতে পারে এক মাস পারে। আল্লাহ চাইলে আজকেও আমার মৃত্যু হতে পারে। হয়তো এই পুরো লেখাটা পড়ে শেষ করার পূর্বেই। তাই এখন থেকে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ভালো ভালো কাজ করতে হবে, যেন এখনই মৃত্যু হলে জান্নাতে যেতে পারি।

অনেকে এমন অল্প বয়সে মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলেন, যা একটি ভুল কথা। অকাল মৃত্যু শব্দের অর্থ হল মৃত্যুর সঠিক বয়স হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কারো মৃত্যু হয় না। কারণ প্রত্যেক প্রাণীর জন্য মৃত্যু যেমন অনিবার্য, তেমনি তার দিন-ক্ষণও নির্ধারিত। সেই নির্ধারিত সময়েই তার মৃত্যু হবে। এতে সামান্য এদিক-সেদিক হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا** وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না। সেজন্য একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। বস্তুত যে ব্যক্তি দুনিয়াতেই প্রতিদান কামনা করবে, আমরা তাকে সেখানেই তা দিয়ে দিব। আর যে ব্যক্তি আখেরাতে প্রতিদান চাইবে, আমরা তাকে সেখানেই তা দান করব। আর আমরা শীঘ্রই কৃতজ্ঞ বান্দাদের পুরস্কৃত করব' (আলে ইমরান ৩/১৪৫)।

অতএব কেউ যদি মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই মারা যায়, তবে তার এটুকুই হায়াত ছিল। তদ্রূপ কেউ যদি পঁচিশ-ত্রিশ বছর অর্থাৎ যৌবনকালে মৃত্যুবরণ করে, সেও তার নির্ধারিত হায়াত উপভোগ করেছে। এমনিভাবে একশ বছর বয়সে কারো মৃত্যু হওয়ার মানে এই নয় যে, সে তার জন্য নির্ধারিত সময়কালের অধিক হায়াত লাভ করেছে। এটি অতি সহজ একটি কথা। সুতরাং কম বয়সে কারো মৃত্যু হলে সমবেদনা জানাব ও তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর নিকট দো'আ করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪

নীতিমালা

ক- গ্রুপ :

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।

☆ আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◆ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ :

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা যিলযাল, হুমাযাহ ও কাওছার (বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ (৪র্থ সংস্করণ) সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ :

বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর পূর্বে এবং ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ এর পরে হতে হবে)।

☆ আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যিক) : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)। (ক- গ্রুপের জন্য ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত এবং খ ও গ- গ্রুপের জন্য সম্পূর্ণ)

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি : বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◆ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও হাদীছ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা হুজুরাত সম্পূর্ণ (বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১৫টি হাদীছ)।

২. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী) শুধু বালকদের জন্য।

৩. সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-২ (৩য় সংস্করণ)-এর নির্বাচিত অংশ।

গ- গ্রুপ :

(কেবল জেনারেল শিক্ষার্থীদের জন্য)

বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর জন্ম তারিখ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ বা তার পরে হতে হবে)।

পরীক্ষা পদ্ধতি : এম.সি.কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◆ প্রতিযোগিতার বিষয় : দ্বিনিয়াত

- (ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ফাতিহা ।
 (খ) আক্বীদা : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত) ।
 (গ) হাদীছের বঙ্গানুবাদ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ) ।
 (ঘ) ইসলামী আদব : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি আদব) ।
 (ঙ) দো'আ মুখস্থ : তশাহহুদ ও দরুদ (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত) ।

➤ পরিচালকদের জন্য : সোনামণি গঠনতন্ত্র এবং বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন (লেখক : মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব) ।

পরীক্ষা পদ্ধতি : এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে ।

◆ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০ ।
২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না ।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** (৩য় সংস্করণ) ও **গঠনতন্ত্র** (৪র্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৩) সংগ্রহ করতে হবে ।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে ।
৫. শাখা, উপয়েলা/মহানগর ও য়েলা পর্যায়ে সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে **তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ** দিবেন । সার্বিক বিষয়ে **কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে** ।

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
৮. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৯. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১০. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও আরও তিন জনকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে উৎসাহ পুরস্কার প্রদান করা হবে।
১১. কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের 'সোনামণি পরিচালক ও সহ-পরিচালকগণ' সরাসরি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবেন এবং প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০ (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল ও প্রতিযোগীর পূরণকৃত সোনামণি 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◆ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ৬ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. উপযেলা : ১৩ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. যেলা : ২০শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১০ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

সোনামণির কলম

প্রিয় রহমাতুল্লাহ, ৮ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহী! তোমার লেখা গল্পের শিক্ষাটি অনেক সুন্দর ছিল। যা এক কথায় এমন, 'নিয়তের একনিষ্ঠতা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি ব্যক্তিকে সাফল্যের স্বর্ণপদক ছিনিয়ে আনতে সাহায্য করে'। তবে সফল ব্যক্তিদের জীবনী থেকে জানা যায় যে, তারা শুধু স্বপ্ন দেখতেন না। বরং তা বাস্তবায়ন করতেও কঠোর সাধনা করতেন। তাইতো বলা হয়, 'স্বপ্নকে বাস্তব করার জন্য কোন জাদুমন্ত্র নেই। স্বপ্নকে বাস্তব করার জন্য শ্রম, ঘাম আর ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে হয়'। অতএব, হে আলোর দিশারী! এই 'সোনামণি প্রতিভা'কে তোমার আগামী সাফল্যের ক্ষুদ্র সাক্ষী হিসাবে রাখ। দো'আ করি তোমার কলমের কালিতে এগিয়ে চলুক তাওহীদী বিপ্লব।

প্রিয় ফায়ছাল আহমাদ, সহ-পরিচালক, নওদাপাড়া মারকায, রাজশাহী! মেধা বিকাশের পথযাত্রায় 'সোনামণি প্রতিভা'র পক্ষ থেকে তোমাকে অভিনন্দন। শিশুরা বড়দের আচার-ব্যবহার দেখে শেখে এবং সে অনুযায়ী সবকিছুর ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা করে। সুন্দর লিখেছ তুমি। অনেক ভালো লেগেছে তোমার লেখা। আমরা তোমার উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, তুমিও তোমার জীবনকে কুরআন-হাদীছের ছন্দে ঢেলে সাজাবে এবং তোমার আশেপাশের বন্ধুদের জন্য আদর্শিক উপমা হবে। এর সাথে তুমি তোমার লেখালেখির দিকেও নয়র রাখ। জীবনের ন্যায় লেখনীকেও ছন্দোবদ্ধ করতে হবে। আশা করি খুব শীঘ্রই নতুন লেখা পাব।

প্রিয় রাহিদুল ইসলাম, ১০ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহী! মা-বাবার হৃদয় জয় করতে তোমার প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানায়। পিতা-মাতা এ পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে আপনজন। মূলত তাঁরা আমাদের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেন, তার প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তাঁদের মন জয় করা অনেক সহজ। কারণ তাঁরা সন্তানের কাছে তেমন কিছুই আশা করেন না। শুধু ভালো ব্যবহার আর একটু খোঁজ-খবর নিলেই তাঁরা খুশি হয়ে যান। তাঁরা সন্তানের সাফল্য ও সুন্দর জীবন ধারণ দেখে আনন্দ লাভ করেন। তুমিসহ সকল সোনামণির প্রতি আমাদের আস্থান, পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করবে। কখনো তাদের মনে কষ্ট দিবে না। কেমন?

**পবিত্র মাহে রামায়ান উপলক্ষে
সোনাগণিদের সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০২৪**

ক্র	যেলার নাম	তারিখ ও বার	প্রতিযোগী সংখ্যা	সফরকারী
১.	দিনাজপুর-পূর্ব	২৩শে মার্চ শনিবার	৪০ জন	আবু রায়হান আবু তাহের মেছবাহ
২.	জয়পুরহাট	২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার	৬৫ জন	রিয়ওয়ানুল হক
৩.	কুষ্টিয়া-পূর্ব	২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার	২০০ জন	মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান নাজমুন নাজ্জিম মাহফুয আলী
৪.	দিনাজপুর-পূর্ব	২৩শে মার্চ শনিবার	৪০ জন	আবু রায়হান আবু তাহের মেছবাহ
৫.	জয়পুরহাট	২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার	৬৫ জন	রিয়ওয়ানুল হক
৬.	কুষ্টিয়া-পূর্ব	২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার	২০০ জন	মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান নাজমুন নাজ্জিম মাহফুয আলী
৭.	নওগাঁ	২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবার	৩২ জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ
৮.	চুয়াডাংগা	২৯শে মার্চ শুক্রবার	২০ জন	নাজমুন নাজ্জিম মাহফুয আলী
৯.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-দক্ষিণ	৩০শে মার্চ শনিবার	১৬০ জন	নাজমুন নাজ্জিম আবু রায়হান
১০.	সাতক্ষীরা	৩০শে মার্চ শনিবার	৩০০ জন	মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
১১.	কুমিল্লা	৩০শে মার্চ শনিবার	২৫০ জন	রবীউল ইসলাম
১২.	রাজশাহী মারকায	৩১শে মার্চ রবিবার	১১৫ জন	রবীউল ইসলাম নাজমুন নাজ্জিম মাহফুয আলী
১৩.	খুলনা	৩১শে মার্চ রবিবার	১৫ জন	যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ

সোনামণি প্রতিভা		মে-জুন '২৪		৬৫তম সংখ্যা
১৪.	চাঁপাইনবাবগ ঞ্জ-উত্তর	৩১শে মার্চ রবিবার	৫০ জন	জাহিদুল ইসলাম
১৫.	মেহেরপুর	৩১শে মার্চ রবিবার	১৫০ জন	মুফীযুল ইসলাম
১৬.	বাগেরহাট	৩১শে মার্চ রবিবার	৩০ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
১৭.	দিনাজপুর পশ্চিম	১লা এপ্রিল সোমবার	২৬ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
১৮.	রাজশাহী পূর্ব	৩রা এপ্রিল বুধবার	৪০ জন	মুঈনুল ইসলাম
১৯.	নীলফামারী পশ্চিম	৩রা এপ্রিল বুধবার	৩০ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
২০.	রাজশাহী পশ্চিম	৪ঠা এপ্রিল বৃহস্পতিবার	৬৫ জন	রবীউল ইসলাম
২১.	দিনাজপুর পশ্চিম	৪ঠা এপ্রিল বৃহস্পতিবার	২৫ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
২২.	খুলনা	৪ঠা এপ্রিল বৃহস্পতিবার	১৯ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
২৩.	পাবনা	৬ই এপ্রিল শনিবার	৩৫ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
২৪.	গাঘীপুর উত্তর	৬ই এপ্রিল শনিবার	৩৫ জন	মুসলিমুদ্দীন
২৫.	দিনাজপুর পশ্চিম	৭ই এপ্রিল রবিবার	৪৯ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
২৬.	দিনাজপুর পশ্চিম	৮ই এপ্রিল সোমবার	৩৬ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
২৭.	দিনাজপুর পশ্চিম	৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার	১৫ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
২৮.	দিনাজপুর পশ্চিম	৯ই এপ্রিল মঙ্গলবার	২৫ জন	যেলা দায়িত্বশীলবন্দ
মোট ১৯টি যেলায় ২৫টি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।			মোট অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগী ১,৮২৭ জন	

হিট স্ট্রোক

ডা. যাকিয়া সুলতানা

এমবিবিএস, এনাম মেডিকেল কলেজ, সাভার, ঢাকা।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ্য গ্রীষ্মকাল। এসময় রোদের তাপ তীব্র হয় ও প্রচণ্ড গরম অনুভূত হয়। এমনকি কোন কোন দিন পরিবেশের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করে। এমন অবস্থায় অতিরিক্ত গরম এবং সরাসরি সূর্যের নিচে থাকার কারণে সবচেয়ে ভয়ংকর যে সমস্যা হতে পারে তা হল হিট স্ট্রোক। গত ২৯শে এপ্রিল '২৪ তারিখে হিট স্ট্রোকে সারাদেশে ১৭ জন মৃত্যুবরণ করেছেন (সংবাদ ২৪)।

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কোন কারণে শরীরের তাপমাত্রা এর থেকে বেশি হলে ত্বকের রক্তনালি প্রসারিত হয় এবং শরীর থেকে অতিরিক্ত তাপ বের করে দেয়। প্রয়োজনে ঘামের মাধ্যমেও শরীরের তাপ কমে যায়। কিন্তু প্রচণ্ড গরম ও আর্দ্র পরিবেশে বেশি সময় অবস্থান বা পরিশ্রম করলে তাপ নিয়ন্ত্রণ আর সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে শরীরের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেলে হিট স্ট্রোক হয়।

হিট স্ট্রোক কাদের বেশি হয়? প্রচণ্ড গরমে ও আর্দ্রতায় যে কারও হিট স্ট্রোক হতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যেমন শিশু ও বৃদ্ধদের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম থাকায় হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেশি থাকে। যারা দিনের বেলায় প্রচণ্ড রোদে কায়িক পরিশ্রম করেন, তাদের হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। যেমন কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক। কিছু কিছু ওষুধ হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষ করে প্রেসার বাড়ানোর ওষুধ, বিষণ্ণতার ওষুধ, মানসিক রোগের ওষুধ ইত্যাদি।

হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো কী? তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রাথমিকভাবে হিট স্ট্রোকের আগে কিছু লক্ষণ দেখা যায়।

১. শরীরের মাংসপেশিতে ব্যথা অনুভব হয়।
২. শরীর দুর্বল লাগে এবং প্রচণ্ড পিপাসা পায়।

৩. শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
৪. প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়।
৫. ঘাম বন্ধ হয়ে ত্বক শুষ্ক ও লালচে হয়ে যায়।
৬. নিশ্বাস দ্রুত হয় এবং নাড়ির স্পন্দন ক্ষীণ ও দ্রুত হয়।
৭. খিঁচুনি, মাথা বিমবিম করা, অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি।
৮. রোগী শকেও চলে যায়। এমনকি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

হিট স্ট্রোক থেকে বাঁচার উপায় কী? গরমের দিনে কিছু সতর্কতা মেনে চললে হিট স্ট্রোকের বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এগুলো হল-

১. হালকা, ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করা। কাপড় সাদা বা হালকা রঙের এবং সুতি হলে ভালো হয়।
২. যথাসম্ভব ঘরের ভেতরে বা ছায়াযুক্ত স্থানে থাকা।
৩. বাইরে বের হলে মাথায় চওড়া কিনারায়ুক্ত টুপি বা ছাতা ব্যবহার করা।
৪. প্রচুর পানি ও অন্যান্য পানীয় পান করা। মনে রাখতে হবে, গরমে ঘামের সঙ্গে পানি ও লবণ দুই-ই বের হয়ে যায়। তাই পানির সঙ্গে সঙ্গে খাবার স্যালাইন, ফলের রস ইত্যাদি পান করতে হবে।
৫. তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী পানীয় যেমন-চা-কফি যথাসম্ভব কম পান করা।
৬. রোদের মধ্যে অধিক শারীরিক পরিশ্রম না করা। সম্ভব হলে এসব কাজ রাতে বা খুব সকালে করা। যদি দিনে করতেই হয়, তবে কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম নিতে হবে এবং প্রচুর পানি ও স্যালাইন পান করতে হবে।

হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে কী করণীয়?

১. রোগীকে দ্রুত শীতল স্থানে নিয়ে যেতে হবে। যদি সম্ভব হয়, ফ্যান বা এসি চালিয়ে দিতে হবে।
২. ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে গোসল করিয়ে দিতে হবে এবং কাঁধে, বগলে ও কুচকিতে বরফ দিতে হবে।
৩. রোগীর জ্ঞান থাকলে তাকে পানি ও খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
৪. রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরোয়া চিকিৎসা করার কোন সুযোগ নেই।
৫. খেয়াল রাখতে হবে হিট স্ট্রোকে অজ্ঞান রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস এবং নাড়ি চলছে কিনা। প্রয়োজন হলে কৃত্রিম শ্বাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মিছবাহ

শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রিয় সোনামণিরা! গত সংখ্যাতে আমরা একবচন থেকে দ্বিবচনে রূপান্তর শিখেছি। এই সংখ্যায় আমরা অনির্দিষ্ট শব্দকে নির্দিষ্ট করতে শিখব। শুরুতেই আমরা নিচের শব্দার্থগুলো মুখস্থ করব। এরপর নিচের কয়েদাগুলো ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, শব্দার্থ মুখস্থের সময় বাংলা থেকে আরবী মুখস্থ করতে হবে, আরবী থেকে বাংলা নয়।

বাংলা	আরবী	বাংলা	আরবী
বাতি	مِصْبَاحٌ	তালা	قُفْلٌ
মোবাইল	جَوَّالٌ	বাড়ি	دَارٌ
টেলিফোন	هَاتِفٌ	দেয়াল	جِدَارٌ
মাদ্রাসা	مَدْرَسَةٌ	চাবি	مِفْتَاحٌ

কায়েদা-১ : কোনকিছুর নাম এবং (ال) যুক্ত শব্দ নির্দিষ্ট বস্তু বুঝায়। যেমন : رَاشِدٌ (রাশেদ) একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম। الْمَسْجِدُ (মসজিদটি) নির্দিষ্ট একটি মসজিদ।

কায়েদা-২ : অনির্দিষ্ট (نَكْرَةٌ) শব্দের শুরুতে (ال) যুক্ত করে শব্দটিকে নির্দিষ্ট (مَعْرِفَةٌ) বানানো হয় এবং (ال) যুক্ত শব্দের শেষে তানভীন হয় না। যেমন : صُنْدُوقٌ (একটি বাক্স) অনির্দিষ্ট ও الصُّنْدُوقُ (বাক্সটি) নির্দিষ্ট।

নির্দিষ্ট বস্তু বুঝালে শব্দটিকে (مَعْرِفَةٌ) এবং অনির্দিষ্ট বস্তু বুঝালে শব্দটিকে (نَكْرَةٌ) বলে।

নিচের ছকের শব্দার্থগুলোর পরিবর্তন খেয়াল কর।

নির্দিষ্ট (مَعْرِفَةٌ)		অনির্দিষ্ট (نَكْرَةٌ)	
একটি নির্দিষ্ট তালা	الْقُلُّ	একটি অনির্দিষ্ট তালা	فُقْلٌ
একটি নির্দিষ্ট চাবি	الْمِفْتَاحُ	একটি অনির্দিষ্ট চাবি	مِفْتَاحٌ
একটি নির্দিষ্ট মোবাইল	الْجَوَّالُ	একটি অনির্দিষ্ট মোবাইল	جَوَّالٌ
একটি নির্দিষ্ট টেলিফোন	الْهَاتِفُ	একটি অনির্দিষ্ট টেলিফোন	هَاتِفٌ
একটি নির্দিষ্ট বাড়ি	الدَّارُ	একটি অনির্দিষ্ট বাড়ি	دَارٌ
একটি নির্দিষ্ট দেয়াল	الجِدَارُ	একটি অনির্দিষ্ট দেয়াল	جِدَارٌ

আশাকরি তোমরা পরিবর্তনের ধরনটি বুঝতে পেরেছ। এখন তোমরা নিচের ছকের শব্দগুলোকে (نَكْرَةٌ) থেকে (مَعْرِفَةٌ) তে পরিবর্তন করার চেষ্টা কর এবং অর্থ লেখ।

অর্থ	مَعْرِفَةٌ	نَكْرَةٌ
একটি নির্দিষ্ট মসজিদ/মসজিদটি	الْمَسْجِدُ	مَسْجِدٌ
.....	دَارٌ
.....	جِدَارٌ
.....	فُقْلٌ
.....	مِفْتَاحٌ

বৈঠকের আদব



১. কোন মাহফিল, মজলিস বা বৈঠকে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া।
২. খতীব বা বক্তার কাছাকাছি বসা ও মনোযোগ দিয়ে তার কথা শোনা।
৩. ফাঁকা বা খালি জায়গায় বসা ও সামনে খালি জায়গা রেখে পিছনে না বসা।
৪. কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে না বসা।
৫. বক্তব্যের সময় কারো সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলা।
৬. কোন কথা বলতে চাইলে বৈঠকের পরিচালক বা সভাপতির অনুমতি নেওয়া।
৭. মজলিসে বসা অবস্থায় থুথু না ফেলা।
৮. মজলিস শেষে বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠ করা।
৯. মজলিস থেকে বের হওয়ার সময় উপস্থিত ব্যক্তিদের সালাম দেওয়া।



১. অকাল মৃত্যু অর্থ কী?

উ:

২. ওহেদ যুদ্ধে মুসলমানদের চরম খেসারত দিতে হয়েছিল কেন?

উ:

৩. নওয়াব ছিন্দীক হাসান খান ভূপালীর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ কত?

উ:

৪. মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত?

উ:

৫. আল্লাহ বান্দার সহযোগিতায় কতক্ষণ থাকেন?

উ:

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

☐ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :
আগামী ১৫ই জুন ২০২৪।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

- (১) মুঘল শাসক শাহ সুজার শাসনামলে
(২) এশার ছলাতের পর (৩) ডিমে
বাদামী রঙ দিতে মুরগীর বেশি পুষ্টি
ও শক্তি ক্ষয় হয়। ফলে এই মুরগীর
পিছনে খামারির ব্যয় বেশি হয়। (৪)
আনাস ইবনু মালেক (রা.)-এর (৫)
ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া (আ.)।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : সাখাওয়াত হোসাইন, ৪র্থ

(খ) শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী
আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : মুরসালীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী,

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-
সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : নওশীন মুবাশিরা, ৩য়

(ক) শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী
আস-সালাফী (বালিকা শাখা)

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :

প্রতিষ্ঠান :

শ্রেণী:

ঠিকানা:

মোবাইল:

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

○ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে
ছলাত আদায় করা।

○ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট
কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক
অধ্যয়ন ও দ্বিনিয়াত শিক্ষা করা।

○ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-
অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া
ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম
সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

○ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা
এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে
সুন্দর ব্যবহার করা।

○ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন
করা ও আমানত রক্ষা করা।

○ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে
শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ
করা।

○ মিসওয়াক সহ ওযু করে ঘুমানো ও ঘুম
থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযু করা
এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও
হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

○ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে
নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

○ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-
টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে
চলা।

○ পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ
দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র

নিয়মিত

বিভাগ সমূহ :

- কুরআনের আলো
- হাদীছের আলো
- বিশুদ্ধ আকীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ
- এসো দো'আ শিখি
- রহস্যময় পৃথিবী
- ভ্রমণ স্মৃতি
- আন্তর্জাতিক পাতা
- আমার দেশ
- যাদু নয় বিজ্ঞান
- হাদীছের গল্প
- গল্পে জাগে প্রতিভা
- একটু খানি হাসি
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর
- কবিতা
- সাহিত্যঙ্গন
- ইতিহাস
- চিকিৎসা
- অজানা কথা
- ম্যাজিক ওয়ার্ড
- মতামত ও প্রশ্নোত্তর
- ভাষা শিক্ষা

সোনামণি লেখা



আহ্বান :

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সার্বিক

যোগাযোগ :

সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬৭-৪৫০৩৪৯

🌍 ৬৫তম সংখ্যা

🌍 মে-জুন

🌍 মূল্য : ২০/-



সদ্য
প্রকাশিত

বিবাহ, পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অংশ হ'ল পরিবার। এফগে যারা বিগত ইসলামের আলোকে পরিবার গড়তে চান ও সন্তান প্রতিপালন করতে চান, আদর্শ স্বামী ও আদর্শ স্ত্রীর স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চান, সর্বোপরি ইসলামী পরিবার গঠনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিবাসী হ'তে চান, বইটি তাদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

অর্ডার করুন

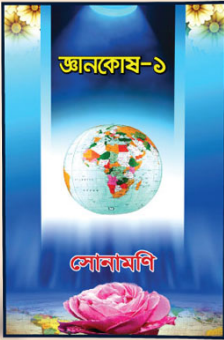
☎ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

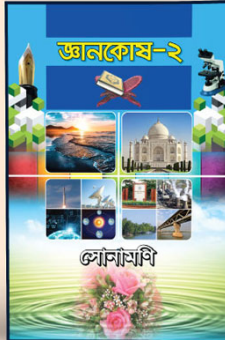
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০



জ্ঞানকোষ-১



সোনামণি



জ্ঞানকোষ-২



সোনামণি

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

(২য় তলা) নওদাপাড়া (আম চত্বর)

পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস :

০১৭১৫-৭১৫১৪৩

অর্ডার করুন

☎ ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪

(বিকাশ)

বই দুটিতে অতি সহজ-সাবলীল ভাষায় ইসলামী আক্বীদা, আমল ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, যা সোনামণিদের বিগত ধর্মীয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। বই দুটি সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৪-এর সিলেবাসভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কালোজিরা মৃত্যু ব্যতীত
সকল রোগের ঔষধ' (বুখারী হা/৫৬৮৭)।

২০০ মি.লি

মূল্য : ৬০০ টাকা



খাটি মধু ও কালোজিরার তেল

অর্ডার করুন

০১৭৪০-৯৯৯৩২৮

প্রস্তুতকারক : লাবীব বিন হাফেয আব্দুল কাহহার
গাছবাড়ী উত্তর পাড়া, পোঃ রঘুনাথপুর, কালিয়াকৈর, গায়ীপুর